১৮৭৭ - ভারতী (মাসিক) (জোড়াসাকো) - শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী , দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

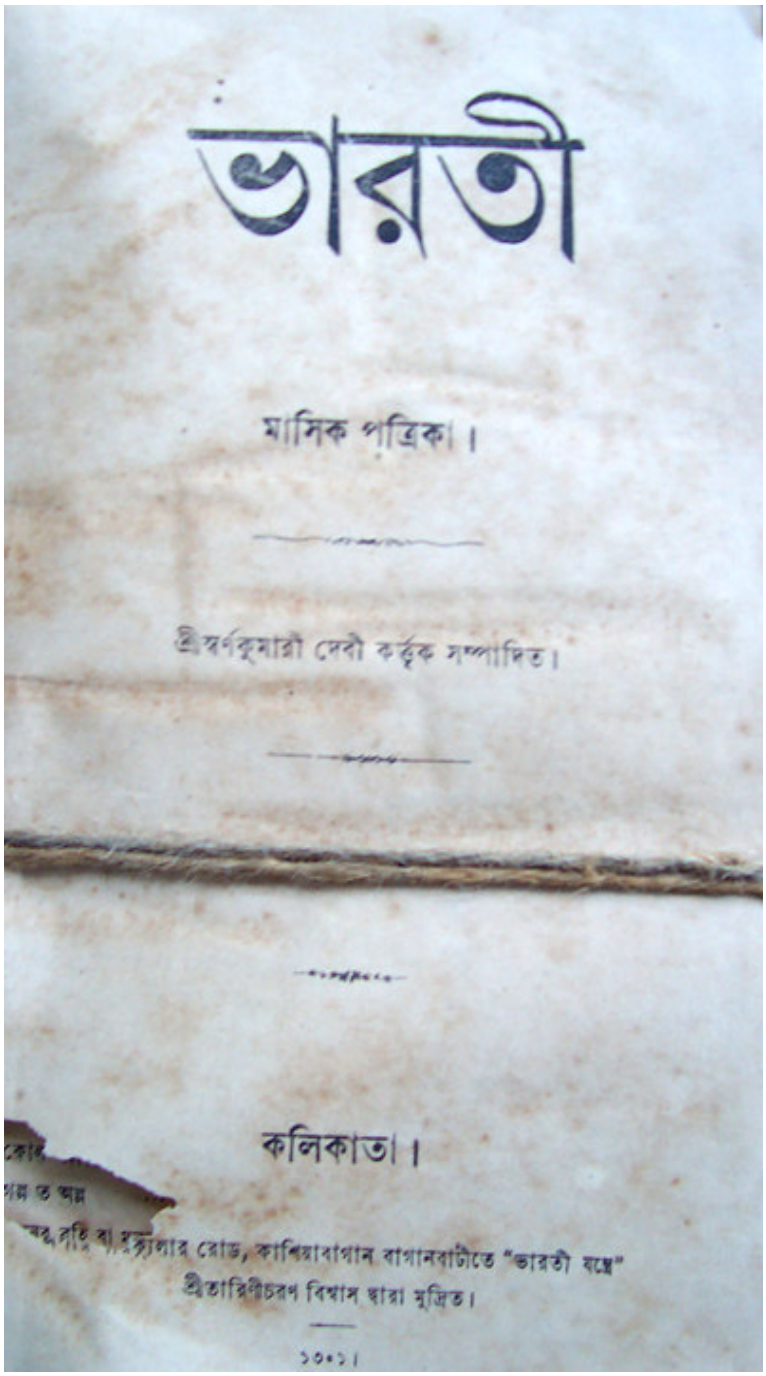

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ফিরিঙ্গী সম্প্রদায় ...	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ...	৪৪১
বিলাতের শ্রমজীবি সম্প্রদায়	মিস্ এ, মরিস্ (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)	২৮
বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ...	৬৬
বর্ষার গান ...	... ...	২০০
বাঙ্গালী ও মারহাট্টী ...	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	২০৫
বর্ষা যাপন (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২১
বৈজ্ঞানিক প্রণালী ...	শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিত ...	২২৫
বর্ষ শেষ ও নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ...	/০
বিবাহ উৎসব ...	... ...	২৪৪
ব্রাউনিংয়ের একটি কবিতা	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	২৬৪
বানরের ভাষা ...	শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় ...	৩৬৩
বিশ্ব ...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	৩২৭
বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি, ...	৫৬১
বেদগান ...	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	৫৮৭
বার্ত্তাবহ কপোত ...	শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় ...	৬৩৮
ভারতে বিলাতী সভ্যতা ...	শ্রীপ্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি, ...	৪৩২
ভূষণা ও মুকুন্দ রায় ...	শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য ...	৬১১
মথুরায় বৌদ্ধাধিকার ...	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ...	১১৯
মহীশূরী গান ...	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	১২৭
মালতীমাধব ...	শ্রীমতী সরলা দেবী	৯৮, ১৭০, ৫৯৮,৫৭০, ৭২০
মালতীমাধব সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর	শ্রীযোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ...	১৭০
মৃত্যু-সঙ্গীত:— ...	...	৪৬৮
নববধূ ...	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	
সমাধি ...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	
মুসলমান রাজদণ্ডবিধি ...	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ...	৪৯৪
মেঘদূত (কবিতা) ...	শ্রীবরদাচরণ মিত্র ...	৫৯২
রুধিরোৎসব (গল্প) ...	শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় ...	৮
রতিবিলাপ ...	শ্রীমতী সরলা দেবী ...	৪৩
[illegible]র্ণমূলক সাদৃশ্য ...	শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় ...	৩১৩
রুসিয়ার শাসন প্রণালী ...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	২৬৭, ৩৭৪
রুসিয়ার কারাগার ...	ঐ ...	৪২৬

ভারতী ও বালক।

লেখক ও লেখিকাগণের নাম।

বিষয়		পৃষ্ঠা
অপত্য ...	শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় ...	৫০২
আমরা কি ...	৺ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩৭
আপনা হ'তে তুমি আপনা (কবিতা)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৪৩
আমার জীবন (কবিতা) ...	শ্রীচুনীলাল গুপ্ত ...	২০৩
আমেরিকান সিমেন্ট ...	শ্রীনীলমণি দে ...	৫৬৬
ইংলণ্ডে গার্হস্থ্য জীবন:—	মিস্ এ, মরিস্ ...	২৫২, ৫৮৩
গৃহস্থালী ও দাসদাসী	(শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)	
বিবাহ ও স্বামী স্ত্রী ...	...	
ঈশ্বর ...	শ্রীশ্রীপতিচরণ রায় ...	৯৪
উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ...	৬৮৬
উপাখ্যান মালা ...	শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন ...	১৪৫
একটী প্রবন্ধ ...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ...	৬৩
কেদার রায় ও চাঁদ রায়	শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য ...	১২৩
কবিতা গুচ্ছ:— ...	...	১৫৫
হায় ...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	
তরুর বিলাপ ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	
খোকা ...	শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ...	
কবিকুঞ্জ:— ...	...	৩০৫
আভীরা ...	শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার ...	
তুমি ...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	
সুরাপাত্র ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ...	
কেন ডাকি (কবিতা) ...	শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ...	৪৩১
কবি কালিদাস ...	শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্ ...	৫১২
গল্প লেখার বিড়ম্বনা (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় ...	৩৮৫
গ্রহের নামকরণ ...	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস, সি, ...	৪২৩
গান (কবিতা) ...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৩৬
চিকাগো প্রদর্শনীর স্ত্রী বিভাগ	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ...	৪৮৯

ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতাঠাকুরাণী জিজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার একটী মাত্র পুত্রকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম কহিলেন "ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সংকীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম্ম তাহা পালন করা তাহার কর্ত্তব্য,—ক্ষত্রিয় পরিবারের অন্য উপায় নাই। তিনি বলিলেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই প্রজাপালন, তাহা ছাড়িয়া মহারাজের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করা কখনই উচিত নহে। এই উপদেশ পাইয়া শিবাজীর বিষয়-বৈরাগ্য দূর হইল এবং তিনি তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর শিবাজী তুকারামের সহিত একবার পুণায় গিয়া সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা এক দিন তিনি তুকারামের কথকতা শ্রবণ করিতেছেন এমন সময় চাকন-দুর্গ রক্ষক এক জন মুসলমান সরদার তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য এক দল পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান ইতিহাসে এই রূপ কথিত আছে যে পাঠানেরা আসিয়া একত্রিত লোকের মধ্যে কে শিবাজী তাহা চিনিতে পারে নাই। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন এক জন লোককে পলায়নোদ্যত দেখিয়া শিবাজী-অনুমানে শত্রুদল তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়। এই অবসরে শিবাজী তথা হইতে অপসরণ পূর্ব্বক তাঁহার সিংহগড় দুর্গে গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, তুকারামের পুণ্য ও প্রার্থনা-বলে শিবাজী শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পান।

শ্রীস—

ইংরাজদিগের আদব্-কায়দা।

ইংরাজদিগের এবং ইয়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের আদব্-কায়দার কাছে আমাদের দেশের আদব-কায়দা ঘেঁসিতেও পারে না। ইয়ুরোপে সকলি যেমন যত্নে নির্ব্বাহিত হয়, তেমনি হৃদয়ের ভাবও ইয়ুরোপীয়েরা এমন বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, দুঃখ না হইলেও তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, হাসি না পাইলেও হাসিতে পারে। ভদ্রতার ভাব হইতে যে সব নিয়ম প্রসূত তাহাকেই ত আদব কায়দা বলে? তোমার নিয়ম বাঁধা থাক্ বা না থাক্ যাহারা ভদ্র তাহারা কখনো অভদ্রতা করিতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে

তাহাই ভদ্রতা। আমাদের হিন্দুজাতির অত আইন কানুন নাই, অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতার ভাব এমন আর কোথাও দেখিবে না। আমাদের দেশে ত এত নিয়মের বাঁধা-বাঁধি নাই, তবুও ত মনিয়র উলিয়ামস্ কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছোট লোকেরাও এমন ভদ্র, শান্ত, প্রভুভক্ত, যে ইয়ুরোপে তাহার তুলনা পাইবে না। ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক কারণে নূতন ও আমোদজনক লাগিবে।

ইংলণ্ডে প্রণামের স্থলে সেক্-হ্যাণ্ড করিবার সময় স্ত্রীলোকেরাই প্রথম হাত বাড়াইয়া দেন। তোমার অপেক্ষা মান মর্য্যাদায় যিনি বড় তাঁহার প্রতি তুমি প্রথমে হাত বাড়াইতে বা গ্রীবা নত করিতে পার না। যাহাদের সঙ্গে তুমি আলাপ পরিচয় রাখিতে ইচ্ছা কর না, তাহারা যদি তোমাকে প্রকাশ্যে অভিবাদন করে, তবে তুমি ফিরাইয়া না দিতেও পার। কিন্তু ইংরাজি আদব্-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তি কহেন—তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত-উপেক্ষার সহিত তাহার প্রণাম ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া কোন পুরুষ কোন অবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিবাদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে কোন পুরুষকে ওরূপ উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু কোন অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিতা স্ত্রীর অভিবাদন ওরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ-সভায় কোন মহিলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত অধিক গল্প করিয়া থাকেন বা আহার-স্থানে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পর দিন কোন প্রকাশ্য স্থানে দেখা হইলে সে মহিলা সে ভদ্র লোকটির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গ্রীবা নত করিতে পারেন। অনেক সাহেব ভারতবাসীদের অভিবাদন, মাথা কাঁপাইয়া বা টুপি ছুঁইয়া মাত্র ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভাল আদব্-কায়দা অমন হোমিওপ্যাথিক-মাত্রায় প্রণাম করিতে পরামর্শ দেন না, সম্পূর্ণ রূপে টুপি না খুলিয়া যদি অভিবাদন করিতে চাও, তবে তাহার চেয়ে না করাই ভাল। যাহার সহিত সেক্-হ্যাণ্ড্ করিতে চাও, তাহার সহিত দেখা হইলে বাম হস্তে টুপি খুলিতে হইবে ও ডান হস্তে সেক্‌হ্যাণ্ড্ করিতে হইবে। পথে আসিতে আসিতে কোন পরিচিতা মহিলা যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়েন, তবে কথা কহিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিও না, যেদিকে তিনি যাইতেছেন তাহা তোমার গম্য পথের বিপরীত দিক হইতে পারে, কিন্তু মহিলার পাশে পাশে সে দিকেই তোমার যাওয়া উচিত, পরে কথা শেষ করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। যে মহিলার সহিত তুমি কথা কহিবে না, তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, তবে, তিনি যদি ডান দিকে থাকেন তবে বাম হস্তে বা যদি বাম দিকে থাকেন তবে ডান হস্তে টুপি খুলিতে হইবে অর্থাৎ যে হস্ত মহিলা হইতে অধিক দূর, সেই হস্তে টুপি খুলিতে হইবে। ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কোন পদাতিক মহিলার